পশ্চিমবঙ্গ জন শ্রমজীবী মঞ্চ (WBJSM)

Contact - Pabitra Mandal (Convenor). Phone: 98747 71779. e-mail - wbjsm2024@gmail.com

আইন / শ্রম আইন (জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক)

চারটি শ্রম কোড

ভারত সরকার আগের অনেক শ্রম আইন একত্র করে চারটি **শ্রম কোড** করেছে:

1. **বেতন সংক্রান্ত কোড (Code on Wages), 2019**
2. **শিল্প সম্পর্ক কোড (Industrial Relations Code), 2020**
3. **পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্র শর্ত কোড (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code), 2020**
4. **সামাজিক সুরক্ষা কোড (Social Security Code), 2020**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কোডগুলির অধীনে প্রয়োজনীয় নিয়ম তৈরি করতে রাজি হয়েছে। এগুলি কার্যকর হলে সব ধরনের শ্রমিকের উপর প্রযোজ্য হবে, অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও।
এই কোডগুলিতে (সম্পূর্ণ কার্যকর হলে) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে যেমন: ন্যূনতম মজুরি, নিরাপত্তা শর্ত, সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক আইন, ১৯৭৯

এই আইনটি আগে আন্তঃরাজ্য শ্রমিকদের কাজের শর্ত, থাকার ব্যবস্থা, রেজিস্ট্রেশন, ভাতা, যাতায়াত ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করত। যদিও আইনটি বাতিল হয়েছে, এর মূল সুর ও সুরক্ষা এখন নতুন শ্রম কোডগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প ও নীতি

সম্প্রতি (২০২৫ সালে) পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প, পোর্টাল ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল:

কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক) প্রকল্প

- এটি অভিবাসী শ্রমিকদের (পরিযায়ী শ্রমিক) কল্যাণের জন্য একটি **পোর্টাল ও প্রকল্প**।
- যারা বাইরে কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন, যেমন মৃত্যু বা গুরুতর আহত হলে, তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

শ্রমশ্রী প্রকল্প

এটি একটি বড় কল্যাণমূলক প্রকল্প, আগস্ট ২০২৫ সালে চালু হয়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে ফেরা বাংলা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য।
- এককালীন ভাতা: বাড়ি ফেরার যাতায়াত খরচ বাবদ ₹৫,০০০।
- মাসিক আর্থিক সাহায্য: সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বা যতদিন না নতুন কাজ পান, ততদিন প্রতি মাসে ₹৫,০০০।
- আরও সুবিধা: খাদ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে/কম দামে রেশন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, বাচ্চাদের পড়াশোনার সহায়তা, "উৎকর্ষ বাংলা"র অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কাজের কার্ড (১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পে) ইত্যাদি।
- "দুয়ারে সরকার" এবং "আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান" শিবিরের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ।

প্রস্তাবিত / অতিরিক্ত ব্যবস্থা

- রাজ্যপাল (সি ভি আনন্দ বোস) প্রস্তাব করেছেন: অভিবাসী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল, আন্তঃরাজ্য সমঝোতা স্মারক, বহুভাষিক হেল্পলাইন, কল্যাণ অফিসার, কাজের আগে প্রশিক্ষণ, এবং আইনি সুরক্ষা উন্নত করা।
- এছাড়াও "পুনর্বাসন প্রকল্প"-এর কথাও বলা হয়েছে।

বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠানিক সুবিধা

- **অভিবাসী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড**: এই বোর্ড শ্রমশ্রী প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাহায্য করার জন্য কাজ করছে।
- **ডিজিটাল ব্যবস্থা**:
    - "কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক)" পোর্টাল: অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও কল্যাণের জন্য।
    - "শ্রমশ্রী" রেজিস্ট্রেশন (অনলাইন ও অফলাইন) শ্রম দফতরের ওয়েবসাইটে।
- **শিবির**: "আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান (APAS)" এবং "দুয়ারে সরকার" শিবিরে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা ও সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

ফাঁকফোকর / সমস্যার জায়গা

যদিও নতুন নীতি ও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, কিছু সমস্যা রয়ে গেছে:

- **সংজ্ঞা ও যোগ্যতা**: কে অভিবাসী শ্রমিক, কীভাবে প্রমাণ করবেন, কে "ফিরে আসা শ্রমিক"—সবটা পরিষ্কার নয়।

- **সাহায্যের মেয়াদ**: মাসিক সাহায্য এক বছর পর্যন্ত। কিন্তু অনেক সময় কাজ পেতে বেশি সময় লাগে।
- **কার্যকরী তদারকি**: কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে যে সুবিধা সত্যিই শ্রমিকদের হাতে পৌঁছাবে, বিশেষত দূরবর্তী অঞ্চলে বা যারা দালালের মাধ্যমে গেছেন তাদের ক্ষেত্রে।
- **বাইরে কাজ করার সময় সুরক্ষা**: বেশিরভাগ প্রকল্প "ফিরে আসা" শ্রমিকদের জন্য। বাইরে কাজের সময় (অন্য রাজ্যে) আবাসন, নিরাপত্তা, আইনি সাহায্যের বিষয় অস্পষ্ট।
- **সচেতনতার অভাব**: অনেক শ্রমিক প্রকল্প সম্পর্কে জানেন না, বা ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারেন না। ফলে দালালের উপর নির্ভর করতে হয়।
- **আইনি কাঠামো**: শ্রম কোড থাকলেও বাস্তবে নিয়ম, দফতরের ক্ষমতা, পরিদর্শক ও অভিযোগ ব্যবস্থায় ঘাটতি আছে।

আইন / প্রকল্প	সুবিধা / মূল দিক	সমস্যা / চ্যালেঞ্জ
চারটি শ্রম কোড (২০১৯–২০২০)1. Code on Wages, 20192. Industrial Relations Code, 20203. OSH & WC Code, 20204. Social Security Code, 2020	• ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিতকরণ• নিরাপদ কাজের পরিবেশ• সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণের সুযোগ• সব ধরনের শ্রমিকের উপর প্রযোজ্য (অভিবাসী শ্রমিকসহ)	• এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি• বাস্তবায়নের জন্য উপ-নিয়ম তৈরিতে দেরি• পর্যাপ্ত তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থার অভাব
আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক আইন, ১৯৭৯ (এখন বাতিল, তবে নতুন কোডে অন্তর্ভুক্ত)	• কাজের শর্ত, থাকার ব্যবস্থা, রেজিস্ট্রেশন, যাতায়াত ও ভাতার নিয়ম ছিল• অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রথম আইন	• বাতিল হয়ে গেছে• নতুন কোডে অন্তর্ভুক্ত হলেও একই শক্তিশালী সুরক্ষা সবসময় কার্যকর নয়
কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক) প্রকল্প	• বাইরে কাজের সময় মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতে ক্ষতিপূরণ• কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য অনলাইন পোর্টাল	• সচেতনতার অভাব, অনেক শ্রমিক জানেন না• ডিজিটাল ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা (গ্রামে ইন্টারনেট/স্মার্টফোন নেই)
শ্রমশ্রী প্রকল্প (২০২৫)	• এককালীন ₹৫,০০০ যাতায়াত খরচ• মাসে ₹৫,০০০ আর্থিক সহায়তা (সর্বোচ্চ ১ বছর)• খাদ্যসাথী (সস্তা রেশন), স্বাস্থ্যসাথী, বাচ্চাদের শিক্ষা সহায়তা• প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন (উৎকর্ষ বাংলা)• দুয়ারে সরকার / APAS শিবিরে নথিভুক্তির সুযোগ	• সাহায্যের মেয়াদ সীমিত (১ বছর)• বাইরে কাজের সময় সুরক্ষা স্পষ্ট নয়• দূরবর্তী এলাকায় পৌঁছানো কঠিন• যোগ্যতার প্রমাণ ও কাগজপত্র জোগাড়ে সমস্যা
অতিরিক্ত প্রস্তাব (রাজ্যপালের উদ্যোগ)	• রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল• আন্তঃরাজ্য সমঝোতা স্মারক	• এখনো বাস্তবে কার্যকর হয়নি• নীতি ঘোষণার স্তরে সীমাবদ্ধ

	(MoU)• বহুভাষিক হেল্পলাইন• কল্যাণ অফিসার নিয়োগ• কাজের আগে প্রশিক্ষণ	

পশ্চিমবঙ্গ জন শ্রমজীবী মঞ্চ (WBJSM) একটি প্রস্তুতি পর্যায়ের অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম, যা পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এর উদ্দেশ্য হলো শ্রমজীবী মানুষের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং আয়, জীবিকা ও পরিবেশ উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এখানে ধর্ম, রাজনীতি বা অন্য কোনো বৈধ সংগঠনের সদস্যতার ভিত্তিতে কোনো বাধা নেই।

Contact - Pabitra Mandal (Convenor). Phone: 98747 71779. e-mail - wbjsm2024@gmail.com